দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL 3 1 2006
পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে অধ্যয়নরত ২০,০০০ ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

সরকার প্রতিশ্রুত প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব স্বাক্ষরিত এক পত্রবলে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ১৯৯৫ সালে শুরু হওয়া "এসএসসি ও এইচএসসি ভোকেশনাল কোর্স প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৩টি নতুন ভিটিআই (ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট)" শীর্ষক সু[illegible] প্রকল্পের এক হাজার আটশত নিরানব্বইটি পদের ও [illegible] রাজস্বখাতে স্থানান্তরের কথা থাকলেও প্রকল্পের জনবল নিয়োগ দেওয়া হয় ১৯৯৫-এর পরে শুধু এই নিছক কারণে চাকরি হারিয়ে প্রকল্পের শিক্ষক-কর্মচারীদের পথে বসানো হচ্ছে। যাদের প্রচেষ্টায় বিশ হাজার শিক্ষার্থীর সুন্দর ভবিষ্যৎ রচনা চলছে সেই শিক্ষকদের স্থলে নতুন শিক্ষক কর্মচারীদের নিয়োগদান করে পকেটভারী করার পাঁয়তারা করলেন। এতদিন খেটে আসা বয়স হারানো শিক্ষকদের পেটে লাথি মেরে তাদের অসহায় পরিবারবর্গ ও সন্তানদের নিয়ে কোথাও দাঁড়ানোর সুযোগ নেই। শেষ সম্বল চাকরিটুকু কেড়ে নিতেও তাদের এতটুকু দয়া হল না। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট এই অসহায় পরিবারবর্গ ও তাদের সন্তান-সন্ততি-পরিজনদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শনের আকুল অনুরোধ জানাই। সরকার ১৯৯৫ সালে চালু হওয়া প্রকল্পে কখন জনবল নিয়োগ দেবেন এটা সরকারেরই মর্জি। শিক্ষক-কর্মচারীদের এতে কোন হাত ছিল না। তাই দেশের স্বার্থে এতগুলো ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ বিবেচনায় চৌষট্টি টেকনিক্যাল স্কুল-কলেজের (সাবেক ভিটিআই) প্রকল্পের জনবল অব্যাহত রেখে রাজস্বখাতে স্থানান্তরে প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

সৈদয় মোঃ রেজোয়ান (স্বপন),
ডিপ-ইন-এজি, বিএজিএড, এমএড,
জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (পোল্ট্রি),
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, বরগুনা।